দিশারী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ
রেজিঃ নং- ১০৯/কে, তারিখ- ১৩/০৯/২০০৭ খ্রিঃ।
সংশোধিতঃ ২১৩/কে, তারিখ- ০৮/০৯/২০০৮ খ্রিঃ।
গ্রামঃ হরিণটানা, ডাকঘরঃ খোপাদী,
দাকোপ, খুলনা।

সংগঠনের পটভূমি ও পরিচিতিঃ-

কৈলাশগঞ্জ ইউনিয়নবাসীর উন্নয়নের কান্ডারী ও আশার প্রদীপ দিশারী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ। খুলনা জেলা শহর হতে ৫২ কিঃ এবং দাকোপ উপজেলা হতে ২২ কিঃ দূরত্বে সমিতির অবস্থান। ভৌগলিক অবস্থান এবং নদী মাতৃক অঞ্চল হওয়ায় কৈলাশগঞ্জ ইউনিয়নে ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি।

১৯৮৮ সালে ওয়ার্ল্ড ভিশন, বাংলাদেশ দাকোপ উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত মানুষের মধ্যে দূর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচী ও তৎপরবর্তী কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এ্যাপ্রোচে ছোট ছোট স্বল্প মেয়াদী প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং ১৯৯৭ সাল হতে রুপান্তরমূখী টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে কৈলাশগঞ্জ ইউনিয়নে ৩০০ জন সদস্যদের নিয়ে দিশারী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ নামে জন সংগঠন হিসেবে আত্ম প্রকাশ করে। সংগঠন পরিচালনার নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে দিশারী সিবিও ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে তহবিল গঠনের পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক, নেতৃত্ব উন্নয়ন, দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি, শিক্ষা সহায়তা, চিকিৎসা সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে। পর্যায়ক্রমে সংগঠন এর কর্মকান্ড উত্তরোত্তর সম্প্রসারণের ফলে এলাকায় জনগণের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

সংগঠনটি ২০০৭ সালের ১৩/০৯/২০১৭ খ্রি. তারিখে জেলা সমবায় কার্যালয়, খুলনা হতে নিবন্ধন লাভ করে; যার রেজিঃ নং- ১০৯/কে। বর্তমানে এর মোট সদস্য সংখ্যা- ১,০০৬ জন; পুরুষ ১৬২ জন ও মহিলা ৮৪৪ জন। এছাড়া শিশুর সংখ্যা- ৩৪১ জন। ৩০ জুন' ২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত শেয়ার -২৩,৪০,২০০/- টাকা, সঞ্চয় - ৬৬,৬২,৯৭৬/- টাকা। সংগঠনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে দরিদ্র, অসহায়, নির্যাতিত, নিপীড়িত, নিষ্পেষিত মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো। সংগঠনটি সদস্যদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আইজিএ কর্মকান্ডে অন্তর্ভুক্তকরণ ও নিজস্ব উদ্যেগে খাবার হোটেল ব্যবসা, বস্ত্র দোকান, ব্যবসায়ী ঋণ প্রকল্প, ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প, মুদি দোকান, সার ও কীটনাশক ব্যবসা ইত্যাদি আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করছে।

স্বপ্নঃ-

স্ব-নির্ভরতা অর্জনের মাধ্যমে ন্যায় ভিত্তিক সুখী সমাজ গঠন।

উদ্দেশ্যঃ-

- একতা ও সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলা।
- সাংগঠনিক গতিশীলতা বৃদ্ধি করা।
- কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে পারিবারিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন।
- পারিবারিক স্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়ন।
- নারীর মর্যাদা ও নেতৃত্বের বিকাশ।
- শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা।
- জনসচেতনতা সৃষ্টি।

সমবায় বাজার প্রকল্প।

সাফল্যের ক্ষেত্র সমূহঃ-

সংগঠনের নিজস্ব অফিস।
জেলা সমবায় দপ্তর, খুলনা কর্তৃক নিবন্ধন লাভ।
গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচন ও কমিটি গঠন।
নিয়মিত বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত।
এলাকায় জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন।
শেয়ার-সঞ্চয় নিয়মিত আদায়।
উপজেলা সমবায় দপ্তর কর্তৃক পুরস্কার লাভ।
সমিতির নামে জমি ক্রয়।
প্রকল্প ভিত্তিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে (শাড়ীর দোকান, খাবার হোটেল, ব্যাবসায়ী ঋণ কার্যক্রম ও আইজিএ প্রকল্প) বেকারত্ব দূরীকরণ।
সংগঠন পরিচালনায় নারী ও পুরুষের সমান নেতৃত্ব।
পার্টনারশীপ কার্যক্রম।
বিভিন্ন সংগঠনের সাথে সুসম্পর্কের মাধ্যমে সুযোগ সুবিধা গ্রহণ।

আর্থিক ব্যবস্থাপনাঃ-

- বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন।
- যাবতীয় নথিপত্র হালনাগাদ।
- নিয়ম মোতাবেক খরচের বিল / ভাউচার অনুমোদন ও সংরক্ষণ।
- ঋণ নীতিমালা অনুসরণ।
- মাসিক আয়-ব্যয় হিসাব প্রতিবেদন তৈরি।
- আয়-ব্যয়ের বাজেট প্রণয়ন।
- সমবায় কর্তৃক নিয়মিত নিরীক্ষা।
- নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সঞ্চয় ও শেয়ার গ্রহণ।
- সমবায় নিয়মানুসারে লভ্যাংশ বন্টন।

চলমান আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমঃ-

দিশারী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ সংগঠনটি বিভিন্ন আইজিএ কর্মকান্ডের মধ্যে নিজস্ব খাবার হোটেল ব্যবসা উল্লেখযোগ্য। হোটেলটি প্রাথমিকভাবে শুরু হলেও বর্তমানে হোটেলটি প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

এছাড়াও সমিতি বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে যেমন শিক্ষা উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিগত দিনে সদস্যদের নিরক্ষর মুক্ত করার লক্ষ্যে বয়স্ক ব্যবহারিক শিক্ষা ক্লাশ পরিচালনা করেছে। ঝরে পড়া শিশুদের স্কুলগামী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এছাড়াও গরীব ছেলে-মেয়েদের পরীক্ষার ফিস ও বই প্রদান করে থাকে।

স্বাস্থ্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে সকল সদস্যদেরও এলাকার মানুষের ১০০% স্যানিটেশন নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কিশোরী মেয়েদের ভবিষ্যৎ জীবন মান উন্নয়নের জন্য কিশোরী স্বাস্থ্য শিক্ষা ক্লাশ পরিচালনা করে যাচ্ছে ।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সদস্যদের আয় বৃদ্ধি মূলক কর্মাকান্ড পরিচালনার জন্য সল্প সুদে ঋণ বিতরণ করে থাকে। তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকারী বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে ধান চাষ, মাছ চাষ, গরু মোটা তাজা করণ ও গাভী পালন, সবজি চাষ, তরমুজচাষ ও ছাগল পালন প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন আয় বৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। উন্নত চাষাবাদের জন্য সদস্যদের মধ্যে কম খচরে পাওয়ার ট্রিলার, ধান মাড়াই মেশিন ও ওয়াটার পাম্প এর ব্যবস্থা করেছে। এছাড়াও দূর্যোগ বিষয়ক সচেতনতা মূলক বিভিন্ন সমবেশ ও মিটিং করে পরমর্শ প্রদান করে থাকে।

গরুপালন প্রকল্প।

সমিতিতে নিম্নবর্নিত কর্মকান্ডের মাধ্যমে এলাকার মানুষের সেবা করে যাচ্ছে। যেমন গরীব ও অসহায় মানুষের চিকিৎসা প্রদান, গরীব সদস্যদের পরিবারের কেউ মৃত্যুবরণ করিলে আর্থিক সাহায্য প্রদান, কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা মাতাকে আর্থিক সাহায্য প্রদান ছাড়াও প্রকৃতিক দূর্যোগ কবতিল মানুষের পাশে দাঁড়ান যেমন সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে ঘূর্ণিঝড়ের সময় শুকনো খাবার ও পানিও জলের ব্যবস্থা করে থাকে।

সমিতি বর্তমানে নিজস্ব উদ্যোগেও ব্যবস্থাপনায় মুদি দোকান, বস্ত্রালয়, সু-ষ্টোর, সার ও কীটনাশক বিপনন কেন্দ্র এবং হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট সরাসরি পরিচালনা করছে। এছাড়াও সমিতির সদস্যদের মধ্যে ঋণ প্রদান করে প্রতি বছর সুদ হিসাবে যথেষ্ঠ পরিমাণ আয় হয় । এ সমিতির জমি বন্দকি প্রকল্পের মাধ্যমেও যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ উপার্জিত হয়।

অধিক ফলনের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সমিতির অধিকাংশ সদস্য বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদন করছে। সমিতির সদস্যদের তরমুজ চাষে উদ্ভুদ্ধ করার ফলে বর্তমানে ২০০ জন সদস্য তরমুজ চাষ করে সফল হয়েছে। ফলে বর্তমানে সমিতি এলাকায় ব্যাপক হারে মানুষ তরমুজ চাষ করে লাভবান হচ্ছে । এছাড়াও সমিতির সদস্যরা উচ্চ ফলন শীল ধান চাষের কাজে ব্যপক ভূমিকা রেখে চলেছে।

কৃষি প্রকল্পের ছবি

পরিশেষ

সমিতির সকল কার্যক্রম অংশগ্রহণ মুলক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পরিচালিত হয়। এছাড়াও সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সততা, নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও দক্ষতার ফলে সকল প্রকল্প গুলি যথাযথ ভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। নিয়মিত মাসিক সভা সহ বিভিন্ন উপ-কমিটিগুলি স্বাধীন ভাবে দক্ষতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। সকলের নিরলস প্রচেষ্টা ত্যাগও স্বেচছাশ্রমের ফলে আজ এই সমবায় সমিতি এলাকার তথা দাকোপের একটি আদর্শ সমবায় সমিতি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। আমাদের এই মহতি প্রচেষ্টা যাদের জন্য সফল হয়েছে সেই দাকোপ উপজেলা সমবায় দপ্তর ও জেলা সমবায় দপ্তরকে আন্তরিক কৃজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই । আমরা আমাদের নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও একতা দ্বারা সুন্দর, সুষ্ঠ ও শান্তিপ্রিয় সংগঠন গড়ে তুলতে পারবো বলে আমাদের বিশ্বাস ।